News Clippings

on

Seminar on Engaging the Ethnic Minorities in National Development: Way Forward

Thursday, 05 May 2016

BIISS

ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীগুলোকে উন্নয়নে অংশীদার করার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার: জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকল সম্প্রদায়কে উন্নয়নের অংশীদার করতে 'বিশেষ মনোযোগের' আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর সদস্যদের মূলধারার সঙ্গে অংশগ্রহণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তারা। বুধবার রাজধানীতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) এর এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। 'জাতীয় উন্নয়নে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকদের অংশগ্রহণের করণীয়' শীর্ষক সভায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম বলেছেন, দেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য সরকার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরার সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। এতে মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুর রশীদ, মেজর জেনারেল (অব.) মুহম্মদ আসাব উদ্দিন, সুচিন্তা ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যান মুহাম্মদ এ আরাফত, বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আব্দুর রহমান। এইচটি ইমাম অভিযোগ করেন, ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ও পরবর্তীতে ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে আইএসএস পার্বত্য চট্টগ্রামে সক্রিয় তৎপরতা চালায়। তিনি বলেন, দেশে বিচ্ছিন্নভাবে যে সকল সন্ত্রাসী ঘটানো ঘটে তার পিছনে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কাজ করছে। এসব ষড়যন্ত্রকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম ত্রিপুরা সভাপতির বক্তব্যে বলেন, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তিচুক্তি হবার পর পাহাড়ে 'শান্তি' বিরাজ করছে। আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের মাধ্যমে পাহাড়ি নেতৃত্বে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। পাবর্ত্য চট্টগ্রামে সরকার সমন্বিত সামাজিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেক্টরসহ বিভিন্ন সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন করে চলেছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ত করা হবে। আলোচকদের অনেকেই পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীর পাশাপাশি সমতলের আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিকভাবে, আদিবাসী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিতর্কের অবসানের জন্য সকল পক্ষের অংশগ্রহণে আলোচনার আহ্বানও জানানো হয়। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ সংক্রান্ত জাতিসংঘের এক শুনানি রয়েছে। ওই শুনানির আগে এই সেমিনার আয়োজিত হয় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

মানবজমিন
মে ০৫, ২০১৬

দৈনিক ইনকিলাব

পাহাড়ে পাকিস্তানি আইএসআই এখনো সক্রিয় এইচ টি ইমাম

স্টাফ রিপোর্টার

পাহাড়ে এখনও পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই অ্যাক্টিভ আছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম। তিনি বলেন, আইএসআই ১৯৬৯ সালে পাহাড়ে (পার্বত্য চট্টগ্রাম) হান্টিং গ্রাউন্ড স্থাপন করে পাহাড়ি মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এরপর প্রায় চার যুগ অতিক্রম করলেও কাজের ধরন পরিবর্তন করে আজও তারা পাহাড়ে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। গতকাল রাজধানীর ইস্কাটনে বিআইআইএসএস আয়োজিত 'জাতীয় উন্নয়নে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যথাযথ সম্পৃক্তিকরণের ক্ষেত্র তৈরিতে পৃঃ ১ কঃ ৭

পাহাড়ে পাকিস্তানি আইএসআই প্রথম পৃষ্ঠার পর

করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। বক্তৃতা করেন প্রফেসর ড. মেজবাহ কামাল, মেজর জেনারেল (অব) আব্দুর রশিদ, মেজর জেনারেল (অব) আবদুর রহমান প্রমুখ।

এইচ টি ইমাম বলেন, কাপ্তাই হাইড্রোলিক পাওয়ার পাম্প প্রতিষ্ঠা করার সময় পাহাড়ি মানুষ তাদের বিরোধিতা করেন। ওই কাপ্তাই হ্রদের ৪৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যায়। তলিয়ে যায় জনপদ, জীবন-জীবিকা, আবাদী জমি এবং মনুষ্যত্ব। এই সব প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠকে স্তব্ধ করার জন্য আইএসআই-আর্মি পাহাড়িদের বিরুদ্ধে অ্যাকটিভ ছিল। উদ্বাস্তু এইসব মানুষ শেষ পর্যন্ত ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। তিনি বলেন, স্বাধীনতা-পূর্ব আইএসআই পাহাড়িদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতো। এখন আইএসআই অপতৎপরতার ধরন বদলেছে। তারা পাহাড়ি-পাহাড়িতে বিভেদ সৃষ্টি, পাহাড়ি-বাঙালি দ্বন্দ্ব তৈরি এবং স্থানীয় রাজনীতিকদের প্রভাবিত করে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে। এ জন্য তারা প্রশিক্ষণ দেয়, অর্থ ব্যয় করে। সরকারি কর্মকর্তা, বনরক্ষীসহ বিভিন্ন মাধ্যমে খবর আসে। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশের বাইরেও আত্মপরিচয়সহ নানা অজুহাতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ কারণে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন নামে, পরিচয়ে পাহাড়িদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তৈরি করে।

দৈনিক ইনকিলাব
মে ০৫, ২০১৬

সেমিনারে এইচটি ইমাম

একাত্তরের পরাজিত শক্তি হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম বলেছেন, দেশে সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে স্বাধীনতাবিরোধী ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি। এ খুনিদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। গতকাল বুধবার রাজধানীতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

'জাতীয় উন্নয়নে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ : পথ নির্দেশ' শিরোনামে আয়োজিত এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরার সভাপতিত্বে সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, বিসের চেয়ারম্যান মুন্সী ফায়েজ আহমেদ, সাবেক রাষ্ট্রদূত অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আসহাব উদ্দিন, নিরাপত্তা-বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আবদুর রশীদ, সুচিন্তা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এ আরাফাত এবং বিসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আবদুর রহমান।

এইচটি ইমাম আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে তাদের বিপদে ফেলেন। তাদের উর্বরভূমি নষ্ট করে, অত্যাচার-নির্যাতন করে অতিষ্ঠ করে তোলেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের দ্বার খুলে দিয়েছিল।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, জাতীয় উন্নয়নে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবদান রয়েছে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

সমকাল
মে ০৫, ২০১৬

Bring ethnic minorities to mainstream development

Seminar told

UNB, *Dhaka* DS

The Daily Star
May 05, 2016

Experts yesterday stressed the need for bringing different ethnic minority communities to mainstream development and policymaking processes to ensure sustainable development in the country.

At a seminar, they also suggested that the authorities concerned should engage in talks with the communities to resolve some long-standing unsettled issues.

The issues include full implementation of the 1997 Chittagong Hill Tracts (CHT) Peace Accord, land ownership complexities and recognition of the national identity of the minorities.

The experts, including academics, bureaucrats and retired military officers, also suggested widening the jurisdiction of the Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs.

SEE PAGE 2 COL 1

Bring ethnic minorities

FROM PAGE 16

Currently, the ministry only looks after the issues of ethnic minorities in the CHT, ignoring that of in the plains, they said.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organised the seminar, titled "Engaging Ethnic Minorities in National Development: Way Forward", at its auditorium in the capital.

Prime Minister's Political Affairs Adviser HT Imam, CHT affairs ministry Secretary Naba Bikram Kishore Tripura, NDC, BISS Director General Maj Gen (retd) AKM Abdur Rahman, and Dhaka University's history department Prof Mesbah Kamal, among others, spoke at the programme.

Prof Syed Anwar Hussain of the same department presented the keynote paper.

HT Imam said the government was very actively working for the development of the entire minorities. "We should do much more to engage them [ethnic minorities] in national development. I can tell you this government is deliberately trying to do that."

He said they were focusing on the empowerment of the ethnic minority communities in Bangladesh.

Imam also said the government would make special efforts to look after all those people who are backward and under poverty line in a bid to take them forward for creating a level-playing field for all citizens and ensure balanced development.

In his keynote papers, Prof Anwar said the government should take well-thought-out plans to integrate the ethnic minorities with the country's overall development process. "Development should not be confused with growth. Development addresses problems of all the people of the country."

He said a good strategic communication policy would pave the way for full implementation of the long-awaited peace treaty.

The teacher said the parliamentary standing committee on the CHT Affairs could hold a public hearing on the issue.

He also suggested that the authorities concerned should engage in talks with the CHT people for resolving their land ownership and national identity problems.

Bring ethnic community in policymaking process: Imam

STAFF REPORTER ID

Prime Minister's Political Affairs Adviser HT Imam yesterday said ethnic people must be protected from the land grabbers.

He said this addressing a seminar organised by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) at its auditorium in the capital.

Imam also said the government will make special efforts to look after all those people who are backward and under poverty line in bid to take them forward for creating a level-playing field for all citizens and ensure balanced development.

Experts stressed the need for bringing different ethnic minority communities—both in the hill and plains—to mainstream development and policymaking processes to ensure a sustainable development.

In his keynote paper, DU Professor Anwar said the government should take well-thought-out plans to integrate the ethnic minorities with the country's whole development process.

The Independent
May 05, 2016

Bring ethnic minorities in mainstream dev: Experts

D. Sun

Experts at a seminar here on Wednesday stressed the need for bringing different ethnic minority communities—both in the hill and plains—to mainstream development and policymaking processes to ensure a sustainable development in the country and empower the backward population, reports UNB.

They also suggested the authorities concerned to engage in talks with ethnic minority communities to resolve the long-standing unsettled issues, including full implementation of the 1997 Chittagong Hill Tracts (CHT) Peace Accord, land ownership complexities and recognising their national identity.

The experts, including academics, bureaucrats and retired military officers, also suggested widening the areas of the current Chittagong Hill Tracts Affairs Ministry as it only now look after the issues of ethnic minorities in the CHT, ignoring that of in the plains.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organised the seminar, titled 'Engaging Ethnic Minorities in National Development: Way Forward', at its auditorium.

Prime Minister's political affairs adviser HT Imam, CHT Affairs Ministry secretary Naba Bikram Kishore Tripura, NDC, BISS director General Maj Gen (retd) AKM Abdul Rahman, Maj Gen (retd) Abdur Rashid and Dhaka University's History department's professor Mesbah Kamal, among others, spoke at the programme. Prof Syed Anwar Hussain of the same department presented the keynote paper.

HT Imam said the government is very actively working for the development of the entice minorities with special attention and programmes. "We should do much more to engage them in national development. I can tell you this government is deliberately trying to do that."

He said as they have a focus on empowering the ethnic minority communities, a good number of people from the community are now coming there at different government offices. "We're working to ensure their participation in the development process with equity."

Imam also said the government will make special efforts to look after all those people who are backward and under poverty line in bid to take them forward for creating a level-playing field for all citizens and ensure balanced development.

The Daily Sun
May 05, 2016